ভোরের কাগজ

FEB. 22 2002

অভিমত

ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড

মোঃ আবুল হাসান

ক্ষণরঞ্জন রায়

উন্নত বিশ্বে ডিপ্লোমা শিক্ষার হার মোট শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ৫৬ শতাংশ। বাংলাদেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্স চালু আছে। কোর্সগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিভাবে পরিচালিত। শুধুমাত্র একটি ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ডের অভাবে বেসরকারিভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শাখায় ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা যাচ্ছে না। দক্ষ জনশক্তির অভাবে আমাদের প্রয়োজনীয় শিল্প কারখানা, কৃষি, টেক্সটাইল, যোগাযোগ, চিকিৎসা, নির্মাণসহ প্রতিটি ক্ষেত্র অনগ্রসর।

একটি দেশের প্রযুক্তি আন্দোলন এবং উন্নয়নে মিড লেবেল বা ডিপ্লোমাধারী প্রযুক্তিবিদগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। পৃথিবীর সব দেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে মিড লেবেল বা ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রযুক্তিবিদ তাদের কর্মের মাধ্যমে দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ডিপ্লোমা কোর্সগুলোর মেয়াদ ৩ বছর মাত্র। নার্সিং ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর। অতি সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সকে ৪ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। এসএসসি পাস করার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এসব কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এসব কোর্সে দেশের চাহিদা অনুযায়ী দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তবে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে তারা যাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রতি বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ড, ফ্যাকাল্টি এবং কাউন্সিলের মাধ্যমে একই ধরনের কোর্স নিয়ন্ত্রণ করার ফলে কোর্সগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয় না; কোর্সগুলোর মানসাম্যও থাকছে না। ফলে ডিপ্লোমাধারীদের কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়তে হয়।

এসব কোর্স মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্তের পর সকল কার্যক্রম পরিচালনা হয় অধিদপ্তর, পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে। এসব কর্মকর্তা হলো কারিগরি আমলা। এই আমলারা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পরও কোর্সগুলো সঠিক সময়ে চালু করেন না। অনেক সময় নতুন কোর্স চালু করার উদ্যোগ মন্ত্রী বা সচিব পর্যায়ে নেওয়া হলেও অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের আমলারা অজানা কারণে কোর্স কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। সময় সময় ছাত্র ভর্তি বন্ধ রাখেন। মিড লেবেল প্রযুক্তিবিদ বা ডিপ্লোমাধারী তৈরি এবং কাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করলে তাদের রুজি-রোজগার কমে যাবে এরকম ধারণা তাদের অনেকের থাকতে পারে। কারিগরি আমলাদের এরকম মানসিকতার কারণে গত ৩০ বছরে শত শত কোটি টাকা অপচয় করেও শুধুমাত্র দক্ষ প্রযুক্তিবিদের অভাবে সাধারণ মানুষ আধুনিক প্রযুক্তি সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এসএসসি ও দাখিল পাস করার পর এদেশে যদি প্রচুর সরকারি ও বেসরকারি ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার সুযোগ থাকতো তাহলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ডিপ্লোমাধারীরা সরকারি-আধাসরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার সুযোগ পেতো। স্ব-উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারতো।

বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের মধ্যে শতকরা ৮৫ শতাংশ হলো এসএসসি ও এইচএসসি পাস করা যুবসমাজ। তাদের কোনো কারিগরি জ্ঞান না থাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে না। অথচ এসএসসি ও দাখিল পাস করার পর এদেশে যদি প্রচুর সরকারি ও বেসরকারি ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার সুযোগ থাকতো তাহলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ডিপ্লোমাধারীরা সরকারি-আধাসরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার সুযোগ পেতো। স্ব-উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারতো।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৯৫-এর ফলে অনেকগুলো ব্যয়বহুল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকার শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্যরকম। এদেশে যতোগুলো ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার সবগুলোই হয়েছে সরকারিভাবে। অথচ যদি একটি ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হতো তবে এদেশে কয়েক হাজার ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারিভাবে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো। ফলে জাতি একটি আধুনিক প্রযুক্তি কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করতে পারতো।

ডিপ্লোমা শিক্ষার ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদনহীন, অনিয়ন্ত্রিত কিছু প্রতিষ্ঠান ডিপ্লোমা শিক্ষার নামে জনগণকে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছে। অগ্রগামী প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজন ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদদের কর্মক্ষেত্রের মান বাড়ানো।

মোঃ আবুল হাসান, ক্ষণরঞ্জন রায় : ডিপ্লোমা পেশাজীবী পরিষদ নেতা।